কালের কণ্ঠ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এবার উপ-উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ঐক্য ফোরামের

জাবি প্রতিনিধি ►

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনকে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর এবার তাঁর একটি স্বাক্ষরের জন্যই এখন মরিয়া হচ্ছেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম। কিন্তু উপাচার্য ওই নথিতে স্বাক্ষরে অপারগতা প্রকাশ করায় গতকাল থেকে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আফসার আহমদের বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। এ ঘটনায় আবারও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে জাবি শিক্ষকদের মধ্যে।

জানা গেছে, পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ মঞ্জুর রহমান ফরাজী যুক্তরাষ্ট্রের বোলস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি ও পিএইচডি করার সুযোগ পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান, অনুষদের ডিন ও উপাচার্যের কাছে ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করেন। তাঁর এই বৃত্তিসংক্রান্ত নথিতে বিভাগীয় প্রধান, অনুষদের ডিনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করলেও আন্দোলনপন্থী শিক্ষক হওয়ায় উপাচার্য এখনো এতে স্বাক্ষর করেননি। এদিকে আজ সোমবার বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে শিক্ষক মঞ্জুর রহমানের যুক্তরাষ্ট্র রওনা হওয়ার কথা। এ অবস্থায় উপাচার্যকে ওই নথিতে স্বাক্ষরের জন্য চাপ দিতে অথবা উপ-উপাচার্যদের ওই নথিতে স্বাক্ষর করার জন্য উপ-উপাচার্যের (প্রশাসন) বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।

ঐক্য পরিষদের কয়েকজন শিক্ষক জানান, মঞ্জুর রহমানের বৃত্তির নথিতে স্বাক্ষর ও তাঁর ছুটি মঞ্জুর করার অনুরোধ জানাতে কয়েক দিন ধরে ঐক্য ফোরামের বেশ কয়েকজন শিক্ষক রাজধানীর উত্তরায় উপাচার্যের বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উপাচার্য ড. আনোয়ার কারো সঙ্গে দেখা করেননি এবং এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ওই নথিতে স্বাক্ষরের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এরপর তাঁরা গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে ওই নথিতে স্বাক্ষরের দাবিতে উপ-উপাচার্যের বাসভবনে যান। কিন্তু দুই উপ-উপাচার্যও তাতে স্বাক্ষর করেননি। তাই শিক্ষকরা ওই নথিতে স্বাক্ষরের দাবিতে উপ-উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ঐক্য ফোরামের সদস্যসচিব অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, 'উপাচার্যের এটি নিয়মিত দায়িত্ব এবং নথিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেও তিনি এর কিছুই করছেন না। আর তাই উপ-উপাচার্যদ্বয়ের কাছে গেলেও তাঁরা এতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাই আমরা এখানে এই নথিতে স্বাক্ষরের দাবিতে অবস্থান নিয়েছি।'

এ ব্যাপারে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফসার আহমদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'স্বাক্ষর দেওয়ার বিষয়টি আমার বা উপ-উপাচার্যের (শিক্ষা) এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এটা শুধুমাত্র উপাচার্যই করতে পারেন। আমি শিক্ষকদের (আন্দোলনকারীদের) বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা শুনছেন না।'